# যীশুর বাপ্তিস্ম

## মার্ক ১:৯-১১

**ক। যীশুর বাপ্তিস্মের প্রয়োজন—**

৪টি সুসমাচারই যীশুর বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছে (মথি ৩:১৩-১৭; মার্ক ১:৯-১১; লুক ৩:২১-২২; যোহন ১:২৯-৩৪)। কারণ, এটি যীশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের অবাক করে। যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল তাদের জন্য, যারা তাদের পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে, ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু যীশু যখন তাঁর কাছে, গালীল থেকে বাপ্তিস্ম নিতে এলেন, যোহন তখন তাঁকে বারণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া প্রয়োজন, আপনি আমার কাছে এসেছেন? (মথি ৩:১৪)। এখন, বাপ্তিস্মের পূর্বে, যোহন যীশুকে 'মশীহ' হিসাবে জানত না (যোহন ১:৩৩), তাঁকে কেবল আত্মীয় হিসাবে (লুক ১:৩৬) চিনত, তবুও সে যীশুর মধ্যে কোন পাপ দেখেনি, যার জন্য যীশুর বাপ্তিস্মের প্রয়োজন থাকতে পারে। যোহনের এই কথায় যীশু তাকে বলেছিলেন, ***"এখন সম্মত হও, কারণ এইভাবে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত।"***

**ক। যীশু কেন যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন?**

(১) আমাদের পরিবর্ত হতে। আমাদের পাপের পরিবর্ত বলি হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন (২করি. ৫:২১)। এই কাজ কেবল ক্রুশে নয়, তাঁর পরিচর্যার শুরুতেই তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সাধন করেছেন (যিশা ৫৩:৬)।

(২) ধার্মিকতা সাধন করতে। যোহনের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল (যোহন ১:৩৩), তা পূরণের জন্য। যোহন তাঁর প্রচারে, তাঁর পশ্চাতে যার আসার কথা বলেছিল, তা পূরণের জন্য। ভাববাণীর পূর্ণতার জন্য।

(৩) শিষ্যদের কাছে উদাহরণস্বরূপ হতে। স্বর্গারোহনের পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের বাপ্তিস্মের আদেশ দিয়েছেন (মথি ২৮:১৯)। নিজে বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা তিনি তাদের কাছে আদর্শ রেখেছেন। আজকের দিনে অনেকে বাপ্তিস্মের প্রয়োজন স্বীকার করে না, কিন্তু যীশু নিজে এর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন।

**খ। যীশুর বাপ্তিস্মের পদ্ধতি—**

মার্ক ১:১০ পদ বা মথি ৩:১৬ পদ অনুসারে, জল থেকে ওঠার পর পবিত্র-আত্মা তাঁর উপর নেমে আসে। কিন্তু কোন সুসমাচারেই, বাপ্তিস্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়নি। হয়তো, যর্দ্দনের মত অগভীর নদীর এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে, যোহন তাঁর মাথার জল ঢেলেছিল, বা তাঁর দেহকে সম্পূর্ণভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিল। কোন সুসমাচারেই এ-বিষয়ে কোন ব্যাপক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কারণ, বাপ্তিস্মের পদ্ধতি নয়, অর্থই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে বিভিন্ন মণ্ডলী যখন বাপ্তিস্মের পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে, তখন বাইবেল থেকে আমাদের বাপ্তিস্মের অর্থ উপলব্ধি করতে হবে — নিজের পাপ এবং পাপ থেকে উদ্ধারে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্বীকার করে, তাঁকেই একমাত্র মুক্তিদাতা ও প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করে, তাঁর আদর্শে জীবনযাপনের অঙ্গীকারের বাহ্যিক প্রকাশই হল বাপ্তিস্ম।

আমাদের বাপ্তিস্মের গুরুত্ব কী?

(১) পুরানো জীবন ত্যাগ করে যীশুতে তাঁর শক্তিতে নতুন জীবনযাপনে অঙ্গীকার।

(২) পুরানো জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত অনুতাপ।

(৩) খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে খ্রীস্টে নতুন জীবনযাপনের অঙ্গীকারের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ।

**গ। যীশুর বাপ্তিস্মের প্রতি পিতা ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া—**

আকাশ দু'ভাগ হয়ে পবিত্র-আত্মার অবতরণ অবশ্যই একটি অলৌকিক ঘটনা। যিহিষ্কেল ভাববাদি (যিহিষ্কেল ১:১) বা স্তিফান পরিচারক (প্রেরিত. ৭:৫৬) বা শিষ্য যোহনও (প্রকাশিক বাক্য ৪:১, ১১:১৯) এর পরিচিত ছিলেন। আত্মা অবশ্যই অদৃশ্য, কিন্তু ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি (যীশু) যেমন মানুষ হতে পারেন, তৃতীয় ব্যক্তির



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

(পবিত্র-আত্মা) পক্ষে কপোতের আকার ধারণ করা অসম্ভব বিষয় নয়। যীশু নিজে অবশ্যই ঈশ্বর, মা মেরীর গর্ভে তাঁর জন্মও কোন মানুষের দ্বারা নয়, কিন্তু পবিত্র-আত্মার দ্বারা (লুক ১:৩৫) হয়েছিল— এই সত্য ঈশ্বর সাধারণ মানুষের কাছে যীশুর বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র-আত্মার কপোতের আকারে অবতরণ এবং স্বর্গ থেকে তাঁর বাণীর দ্বারা প্রকাশ করলেন। পুত্র যখন জগতের পাপভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, পবিত্র-আত্মা তাঁকে সেই অসাধারণ কাজ করার জন্য যোগ্য করলেন, পিতা ঈশ্বর তাতে তাঁর সম্পূর্ণ মত ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ, মানুষের পরিত্রাণে ত্রিত্ব-ঈশ্বরের প্রতিটি ব্যক্তি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

সাড়ে তিন বছরের পার্থিব কার্যের জন্য যীশু ৩০ বছর অপেক্ষা করে পিতার ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ বাধ্যতার দ্বারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

(১) আমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য?

(২) আমরা কি যীশুর ন্যায় জন-সমক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের কথা বলতে আগ্রহী?



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)